ফেসবুক ছাড়ার ঘোষণা ডিজিটাল মুদ্রা প্রধানের

২০১৪ সালে পেপাল ছেড়ে ফেসবুকের মেসেজিং সেবার ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন ডেভিড মার্কাস। পরবর্তী সময়ে প্রতিষ্ঠানটির ডিজিটাল মুদ্রা প্রকল্পের হাল ধরে শেষ পর্যন্ত ফেসবুক ছাড়ার ঘোষণা দিলেন তিনি।

ফেসবুকের ডিজিটাল মুদ্রা ‘ডিয়েম’ এবং ওয়ালেট অ্যাপ ‘নোভি’র নির্মাণ প্রকল্পের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন মার্কাস। তাঁর প্রস্থান মেটা প্ল্যাটফর্মসের আর্থিক প্রযুক্তি বিভাগটিকে বিপাকে ফেলবে বলে এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

ক্রিপ্টোকারেন্সির বাজারে ফেসবুক নিজের অবস্থান শক্ত করার জন্য পরীক্ষামূলকভাবে নিজস্ব ডিজিটাল ওয়ালেট ও মুদ্রাও তৈরি করে।

ডিজিটাল মুদ্রা খাতে ব্যবসা করার জন্য ফেসবুক ‘নির্ভরযোগ্য’ নয় বলে আপত্তি তুলেছেন পশ্চিমা আইন প্রণেতাদের অনেকেই। সহকর্মী স্টেফানি ক্যাসরিয়েল তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন বলে জানিয়েছেন মার্কাস।

এক ফেসবুক পোস্টে তিনি বলেছেন, ‘নোভি উন্মুক্ত করার পর যদিও অনেক কিছুই করার আছে এবং লেনদেনে ও আর্থিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আমি বরাবরের মতোই উৎসাহী।

আমার উদ্যোক্তা সত্তা সেটি ভুলে থাকতে বলছে আমাকে।’ ফেসবুকের প্রধান মার্ক জাকারবার্গ বলেন, ‘তোমার নেতৃত্ব না থাকলে আমরা ডিয়েম নিয়ে এত বড় পদক্ষেপ নিতাম না। আমি কৃতজ্ঞ যে তুমি মেটাকে এমন একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছ, যেখানে আমরা বড় বাজি ধরতে পারি।

টুইটারের লাগাম হাতে আগারওয়াল

মাইক্রো ব্লগিং সাইট টুইটারের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার জ্যাক ডরসি পদত্যাগ করছেন। তার স্থলে চিফ টেকনোলজি অফিসার পরাগ আগারওয়াল এখন কোম্পানির নেতৃত্ব দেবেন। সোমবার নিজেই টুইট করে এ তথ্য জানান ডরসি।

হঠাৎ কেন নেতৃত্বে পরিবর্তন

প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের মতে, টুইটারে দশ বছরের অভিজ্ঞ আগারওয়ালকে নিয়োগ ২০২৩ সালের মধ্যে কোম্পানির বার্ষিক আয়কে দ্বিগুণ করার একটি কৌশল। বিনিয়োগকারীরা এ বিষয়ে পুরোপুরি নিশ্চিত না হলেও ঘোষণার পরে টুইটারের শেয়ার প্রায় ১০ শতাংশ বেড়েছে এবং ২.৭ শতাংশ বন্ধ হয়ে গেছে।

ডরসির চিঠি

কোম্পানি সূত্রে জানা গেছে, সিইও পরিবর্তন প্রক্রিয়া অবিলম্বে কার্যকর হবে এবং ডরসি ২০২২ সালের বার্ষিক শেয়ারহোল্ডার সভায় তার মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বোর্ডে থাকবেন। সোমবার কর্মচারীদের কাছে পাঠানো একটি ইমেইলে ডরসি বলেন, তিনি আগারওয়ালের নেতৃত্বের শক্তি, বোর্ডের নতুন চেয়ারম্যান হিসাবে সেলসফোর্স চিফ অপারেটিং অফিসার ব্রেট টেলরের লক্ষ্য এবং সম্ভাবনার প্রতি তার আস্থার কারণে পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

‘আমি সত্যিই দুঃখিত… তবুও সত্যিই খুশি’, তিনি লিখেছেন। ‘এমন অনেক কোম্পানি আছে, যারা এ স্তরে পৌঁছেনি’, যোগ করে তিনি বলেন, পদত্যাগ করার পদক্ষেপ ‘আমার সিদ্ধান্ত ছিল এবং আমি এটির মালিক।’

টুইটারের অবস্থান

গত এক বছরে টুইটার দীর্ঘদিন ধরে চলা বিভিন্ন সমালোচনার অবসানে লড়াই করেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ অভিযোগ ছিল, এটি নতুন বৈশিষ্ট্য প্রবর্তন করতে ধীরগতিতে কাজ করে।

ফলস্বরূপ ইনস্টাগ্রাম ও টিকটকের মতো সোশ্যাল মিডিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছে স্থান হারাচ্ছে। ২০২৩ সালের মধ্যে বার্ষিক রাজস্ব দ্বিগুণ করার লক্ষ্য টুইটার ব্যবহারকারীদের তাদের প্ল্যাটফরমের প্রতি আগ্রহী করতে কাজ করছে। এ ছাড়া এ জাতীয়

ব্র্যান্ডকে খুঁজে পেতে কোম্পানি তাদের বিজ্ঞাপনের উন্নতিও ঘটিয়েছে।

যাইহোক, সাম্প্রতিক মাসগুলোতে টুইটারের শেয়ার হ্রাস পেয়েছে; যা দুটি পাবলিক কোম্পানির সিইও হওয়ার অস্বাভাবিক ব্যবস্থা শেষ করার জন্য ডরসির ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে ডরসির মেয়াদে টুইটারের উল্লেখযোগ্য মাইলফলক।

২০০৬: মাইক্রোব্লগিং প্ল্যাটফরমের প্রথম পোস্টটি লেখা হয়: জাস্ট সেটিং আপ মাই টুইটার (just setting up my twttr)

২০০৮: বোর্ড ডরসিকে বহিষ্কার করার পর সহ-প্রতিষ্ঠাতা ইভান উইলিয়ামস সিইও হিসাবে দায়িত্ব নেন। ডরসি চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন।

২০১৩ : টুইটারের মূল্যমান ৩১ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছায়।

২০১৫: ডিক কস্টোলো পদত্যাগ করার পর, ডরসি সিইও হিসাবে ফিরে আসেন।

২০১৭: শেষ কর্মদিবসে একজন টুইটার কর্মী মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অ্যাকাউন্ট নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছিলেন, যা ১১ মিনিট পর পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়।

২০১৮ : টুইটার টুইটের অক্ষর সীমা ১৪০ থেকে বাড়িয়ে ২৮০ করেছে; যা টুইটারভার্সে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

২০২০: অ্যাক্টিভিস্ট হেজ ফান্ড এলিয়ট ম্যানেজমেন্ট পরিবর্তনের জন্য চাপ দেয়। ফলস্বরূপ ডরসিকে সিইও পদ থেকে অপসারণ করা হয়।

২০২০ : টুইটার ইলিয়টের সঙ্গে একটি চুক্তিতে পৌঁছায়, যাতে ডরসিকে সিইও হিসাবে বহাল রাখার জন্য তিনজন নতুন পরিচালক যোগ করা হয়।

২০২১: ক্যাপিটলে দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে, টুইটার ট্রাম্পের অ্যাকাউন্ট স্থায়ীভাবে স্থগিত করে। সহিংসতার উসকানি দেওয়ার ঝুঁকি রয়েছে বলে প্রতিষ্ঠানটি সে সময় উল্লেখ করে।

২০২১ : কোম্পানির ভাষ্যমতে, ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শেষ তিন মাসে তাদের দৈনিক গড়ে ২১১ মিলিয়ন সক্রিয় ব্যবহারকারী রয়েছে।

টুইটারের নতুন সিইও পরাগ আগারওয়াল

টুইটার (ঞডঞজ.ঘ) কোম্পানির অভ্যন্তরীণ ও প্রযুক্তি প্রধান পরাগ আগারওয়ালকে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জ্যাক ডরসির স্থলাভিষিক্ত হিসাবে পদোন্নতি দিয়েছে। সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে আগারওয়াল টুইটারে যোগদান করেন এবং এক দশকেরও বেশি সময় ধরে প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে রয়েছেন। তিনি ২০১৭ সালের অক্টোবরে প্রধান প্রযুক্তি কর্মকর্তা হিসাবে নিযুক্ত হন। টুইটারের প্রযুক্তিগত কৌশল পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি সফটওয়্যারের গতি বিকাশে অবদান রাখেন। সেই সঙ্গে কোম্পানিতে মেশিন লার্নিং ব্যবহারকে এগিয়ে নিয়েছেন।

ডিসেম্বর ২০১৯ সাল থেকে আগারওয়াল টুইটারে অপমানজনক ও বিভ্রান্তিকর তথ্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য ওপেন সোর্স আর্কিটেক্ট, ইঞ্জিনিয়ার এবং ডিজাইনারদের স্বাধীন দল প্রজেক্ট ব্লুস্কি (Project Bluesky)-তেও কাজ করছেন। টুইটারে যোগদানের পূর্বে, আগারওয়াল মাইক্রোসফট (MSFT.O), ইয়াহু (Yahoo) এবং এটি অ্যান্ড টি ল্যাবস AT&T Labs Inc (T.N) এর গবেষণা ইউনিটে কাজ করেছিলেন।

বাড়ানো হয়েছে জিমেইলের নিরাপত্তা

সার্চ জায়ান্ট গুগলের ইমেইল সেবা জিমেইলে টু স্টেপ অথেন্টিকেশন বাধ্যতামূলক করেছে প্রতিষ্ঠানটি। আপনি যদি সেই কাজ না করেন তাহলে গুগল নিজে থেকেই সেই কাজ করে দেবে। তবে যে কেউ চাইলে ম্যানুয়ালি করতে পারেন। ১৫ কোটি গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে নিজে থেকেই টু- ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন এনেবেল করা হয়েছে।

তবে অটোমেটিক সেট আপ না চাইলে যে কোনো সময় গুগল অ্যাকাউন্টের সেটিংস ওপেন করে নিজের টু-স্টেপ অথেন্টিকেশন কনফিগার করা যাবে।

যেভাবে নিজের অ্যাকাউন্টে টু-স্টেপ অথেন্টিকেশন এনেবেল করবেন

* প্রথমে মোবাইল থেকে Google অ্যাপ অথবা কম্পিউটার থেকে google.com ওপেন করুন

* Manage Your Account অপশন সিলেক্ট করুন

* এবার Security ট্যাব ওপেন করুন

* এখানে Signing in to Google ট্যাব সিলেক্ট করলে 2-Step Verification অপশন দেখতে পাবেন

* পরের পেজে Get Started অপশন সিলেক্ট করে অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড দিয়ে পরের পেজে যান

এবার সুরক্ষার দ্বিতীয় ধাপ পছন্দ করতে হবে। সিকিউরিটি-কি, টেক্সট মেসেজ অথবা ভয়েস কলের মাধ্যমে যে কোনো একটি বেছে নিতে হবে। প্রত্যেকবার লগইন করার সময় এ উপায় অবলম্বন করতে হবে।

রোবটকে চিরতরে ‘চেহারা’ ব্যবহার করতে দিলেই মিলবে কোটি টাকা

রোবটকে চিরতরে ‘চেহারা’ ব্যবহার করতে দিলেই মিলবে কোটি টাকা। একটি রোবটকে নিজের মুখ ধার দেওয়ার বিষয়টি সিনেমা বা কোনো কল্পবিজ্ঞানের কাহিনীর মতো মনে হলেও বাস্তবে কিন্তু শিগগিরই এমন দিন আসতে চলেছে।

শনিবার ব্রিটিশ গণমাধ্যম ডেইলি মেইলের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রোবট নির্মাতা প্রতিষ্ঠান প্রোমোবট তাদের পরবর্তী হিউম্যানয়েড রোবটের জন্য একটি ‘দয়ালু ও বন্ধুত্বপূর্ণ’ চেহারা খুঁজছে। ২০২৩ সাল থেকে বিভিন্ন হোটেল, শপিং মল এবং বিমানবন্দরগুলোতে সহায়তাকারী হিসেবে কাজ করবে রোবটগুলো।

প্রোমোবট চিরতরে তাদের চেহারা ব্যবহার করতে দিতে ইচ্ছুক, এমন সাহসী স্বেচ্ছাসেবককে ‘চেহারার’ বিনিময়ে দুই লাখ মার্কিন ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় এক কোটি ৭০ লাখের বেশি) দেওয়ার প্রস্তাবও দিয়েছে।

প্রোমোবটের তৈরি রোটটগুলো ইতোমধ্যে বিশ্বের ৪৩টি দেশে নানা কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

প্রোমোবট জানিয়েছে, আমাদের কোম্পানি ফেশিয়াল রিকগনিশন, বাকপটুতা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং রোবোটিক্সের অন্যান্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রযুক্তির বিকাশ ঘটিয়েছে। ২০১৯ সাল থেকে আমরা সফলতার সঙ্গে হিউম্যানয়েড রোবট প্রস্তুত ও সরবরাহ করছি। তবে আমাদের নতুন গ্রাহকরা বৃহত্তম প্রকল্প চালু করেছে। এবং এজন্য তারা আইনি জটিলতা এড়াতে নতুন রোটবের চেহারার ব্যাপারে লাইসেন্স চাইছে।

এই কারণেই নতুন হিউম্যানয়েড রোবটের চেহারায় ব্যবহারের জন্য ‘দয়ালু এবং বন্ধুত্বপূর্ণ’ মুখ খুঁজছে প্রোমোবট।

এইজন্য ইচ্ছুকদের দুই লাখ মার্কিন ডলার দিতেও চাইছে প্রতিষ্ঠানটি। এ ব্যাপারে যারা ইচ্ছুক, তারা খুব সহজেই প্রোমোবটের অনলাইনে গিয়ে নিবন্ধন করতে পারবেন। সেখান থেকে অর্থের বিনিময়ে পছন্দের ‘চেহারা’ বেছে নেবে প্রোমোবট

ক্রোমবুকে আসছে সতর্কতা ফিচার

কাজ করার সময় পেছন থেকে কেউ স্ক্রিনে নজর রাখলে ব্যবহারকারীকে সতর্ক করে দেবে আগামীর ক্রোমবুকগুলো। গুগল ‘হিউম্যান প্রেসেন্স সেন্সর’ নিয়ে কাজ করছে এমনটা শোনা যাচ্ছিল বছরের শুরু থেকেই। কাজ করার সময় পেছন থেকে কেউ স্ক্রিনে নজর রাখলে ব্যবহারকারীকে সতর্ক করে দেবে আগামীর ক্রোমবুকগুলো। গুগল ‘হিউম্যান প্রেসেন্স সেন্সর’ নিয়ে কাজ করছে এমনটা শোনা যাচ্ছিল বছরের শুরু থেকেই।

স্ক্রিনের সামনে কতজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন সেটি চিহ্নিত করতে পারবে ওই সেন্সর, অনাকাঙ্ক্ষিত কেউ নজর রাখলে ব্যবহারকারীকে সে বিষয়ে জানান দেবে সেন্সরটি। ক্রোমবুকে ডেডিকেটেড হার্ডওয়্যার হিসাবে থাকবে সেন্সরটি।

ক্রোমবুকের ক্যামেরায় কোনো মানুষকে দেখা যাচ্ছে কিনা, সেটি

চিহ্নিত করতে পারবে এটি। ক্রোমবুকের জন্য ফিচারটিকে বলা হচ্ছে ‘স্নুপিং প্রটেকশন’। ক্রোমবুকের ক্যামেরা ফুটেজ বিশ্লেষণ করে কতজন স্ক্রিনের সামনে আছে সেটি নির্ধারণ করতে পারবে ফিচারটি। তবে, ক্রোমবুকের বাইরে যাবে না ওই ফুটেজ। সব ক্রোমবুকের জন্য ফিচারটি উন্মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম।

প্রাইভেসি নিয়ে ফেসবুকে ছড়ানো বার্তাটি মিথ্যা

ফেসবুকে ব্যবহারকারীদের পোস্ট করা ছবি তাদের অনুমতি ছাড়াই নিজেদের কাজে ব্যবহার করতে যাচ্ছে ফেসবুক ও মেটা- এমন একটি বার্তা ঘুরে বেড়াচ্ছে অনেকের প্রোফাইলে।

পোস্টটি হুবহু এভাবেই পোস্ট করে চলেছেন ফেসবুক ব্যবহারকারীরা। আর যিনি লেখাটি পড়ছেন তাদের মধ্যে অধিকাংশই বিষয়টি যাচাই বাছাই না করেই নিজের টাইমলাইনে কপি করে পেস্ট করে দিচ্ছেন। এতে করে এই পোস্ট ছড়াচ্ছে মারাত্মক আকারে। এভাবেই অনলাইনে গুজব ছড়ায় বলেই অভিজ্ঞদের অভিমত।

এই সেই পোস্ট-

“আগামীকাল থেকে নতুন ফেসবুক/মেটা নিয়ম শুরু হবে যেখানে তারা আপনার ছবি ব্যবহার করতে পারবে। ভুলে যাবেন না, আজ শেষ দিন! তাই একটি কাজ করে রাখুন। এটি আপনার বিরুদ্ধে মামলায় ব্যবহার করা যেতে পারে; আপনি যা কিছু পোস্ট করেছেন- এমনকি মেসেজ যা মুছে ফেলা হয়েছে। এতে কোনো খরচ নেই শুধু কপি করে পোস্ট করুন, পরে আফসোস করার চেয়ে ভালো হবে।

ইউসিসি আইনের অধীন ১-২০৭, ১-৩০৮_আমি আমার অধিকার সংরক্ষণ আরোপ করছি…আমি ফেসবুক/মেটা বা অন্য কোনো ফেসবুক/মেটা সম্পর্কিত ব্যক্তিকে আমার ছবি, তথ্য, বার্তা বা বার্তা ব্যবহার করার অনুমতি দিচ্ছি না, অতীতে এবং ভবিষ্যতে কোনো সময়েই।

এই পোস্টটি কপি করে আপনার নিজের পেজে পোস্ট করে রাখুন এবং ঘোষণা দিন যে, আপনি ফেসবুক/মেটাকে তাদের ওয়েবসাইটে পোস্ট করা আমার তথ্য অন্য কোথাও শেয়ার করার অনুমতি দিচ্ছি না। ছবি, বর্তমান বা অতীত, বন্ধুবান্ধব, ফোন নম্বর ইমেইল অ্যাড্রেস, ব্যক্তিগত কোনো তথ্য বা পোস্ট এ সবের কোনো কিছুই আমার লিখিত অনুমতি ছাড়া ভিন্নরূপে ব্যবহার করা যাবে না।”

কেউ কেউ আবার একটু আধুনিকভাবে এটির ইংরেজি অনুলিপি পোস্ট করে চলেছেন। কিন্তু ঘটনা কতটুকু সত্য? মজার কথা হলো যে, সতর্কতামূলক এই পোস্টটি আসলে সম্পূর্ণ গুজব। বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্যই এটি ফেসবুকে ছড়ানো হয়েছে।

এটি যে সম্পূর্ণ ভুয়া পোস্ট তা নিশ্চিত করেছে ফ্যাক্ট চেকিং ওয়েবসাইট রিউমার্স স্ক্যানার।

ফেসবুকের কোম্পানির নাম পরিবর্তন করে মেটা রাখলেও তথ্য নীতি এবং পরিষেবার শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে বলে স্পষ্ট করে উল্লেখ করে দিয়েছে সংস্থাটি। ফেসবুক কোনো নীতিমালা গ্রহণ বা পরিবর্তন করলে তা আটকাতে ব্যক্তিগত কোনো পোস্ট কোনো কাজে আসে না। ২০১২ সালেও এমন গুজব ছড়িয়েছিল, তবে এবার একটু ভাষা পরিবর্তন করে ছড়াচ্ছে।

পরিবর্তন হলো ‘ব্রডব্যান্ড’- এর সংজ্ঞা

পরিবর্তন হলো ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের সংজ্ঞা। টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিআরসির সর্বশেষ কমিশন বৈঠকে এখন থেকে ২০ মেগাবাইট পার সেকেন্ডের বেশি গতিসম্পন্ন ইন্টারনেট সংযোগকে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট হিসাবে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। প্রায় এক যুগ পরে নীতিমালা হালনাগাদ করে প্রণীত হয়েছে জাতীয় ব্রডব্যান্ড নীতিমালা ২০২৩-এর খসড়া নীতিমালা। এখনো চূড়ান্ত না হলেও লাইসেন্স গাইডলাইন অনুযায়ী, ফোর-জি মোবাইল ইন্টারনেটে ন্যূনতম গতি ১৫ এমবিপিএস নির্ধারণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে জানতে

চাইলে ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেন, মোবাইলে ইন্টারনেটের গতি নিয়ে এখন পর্যন্ত দেশে কেনো মানদণ্ড বেধে দেওয়া হয়নি। মোবাইলের ক্ষেত্রে ডেটা প্রাইস, স্পিড আমরা কন্ট্রোল করি না। নিঃসন্দেহে এর প্রয়োজন আছে। অবশ্য এটা আপেক্ষিক। আর যেহেতু সামগ্রিক বিষয় পর্যালোচনা করে মূল্যায়ন করতে হবে; তাই ৫জি চালুর পর আমরা মোবাইলেও ইন্টারনেটের সেবার মূল্য ও গতির মানদণ্ড ঠিক করে দিব। ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের গতি দ্বিগুণ করার বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, ইতোমধ্যেই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে। এখন বাস্তবতায় ব্রডব্যান্ডের গতি হবে ২০ এমবিপিএস বা তার চেয়ে বেশি।

ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (আইএসপিএবি) সাধারণ সম্পাদক ইমদাদুল হক নতুন মানদণ্ডকে স্বাগত জানিয়ে বাস্তবায়নে ট্রান্সমিশনের পথে যে বাধাগুলো রয়েছে তা দূর করতে বিটিআরসি প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

নতুন গাইডলাইনে ‘মানদণ্ড উন্নয়ন’ বাস্তবসম্মত উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমাদের কাছে পর্যাপ্ত ব্যান্ডউইথ আছে। মানসম্মত সেবা দেওয়ারও সক্ষমতা আমাদের রয়েছে। তাই এখন ট্রান্সমিশনে সহায়তা পেলে এক বছরের মধ্যে নতুন মানদণ্ড বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। লাইসেন্স গাইডলাইন অনুযায়ী মোবাইল ইন্টারনেটের ন্যূনতম গতি ৭ এমবিপিএস থাকার কথা। আর ফোরজি’র ক্ষেত্রে এ গতি ১৫ এমবিপিএস-এ উন্নীত করতে একটি কমিটি গঠন করেছে বিটিআরসি। ওই প্রতিবেদন হাতে পাওয়ার পরে বিটিআরসি ইন্টারনেটের গতির নতুন মানদণ্ডের আনুষ্ঠানিক আদেশ দেবে।

উল্লেখ্য, এর আগে ২০১৮ সালে বিটিআরসি ব্রডব্যান্ডের ন্যূনতম গতির মানদণ্ড ৫ এমবিপিএস থেকে বাড়িয়ে ১০ এমবিপিএস করে। আর ২০০৮ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ১০ বছরে ৬ বার ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের গতি পরিবর্তন হয়েছে। ২০০৮ সালে দেশের ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের মানদণ্ড ছিল ১২৮ কেবিপিএস। এরপর ২০১১ সালে ৫১২ কেবিপিএস, ২০১৩ সালে ১ এমবিপিএস, ২০১৫ সালে ২ এমবিপিএস, ২০১৬ সালে ৫ এমবিপিএস এবং ২০১৮ সালে ১০ এমবিপিএস গতি নির্ধারণ করে ব্রডব্যান্ডের সংজ্ঞা ঠিক করা হয়।

পরিবর্তন হলো ‘ব্রডব্যান্ড’- এর সংজ্ঞা

পরিবর্তন হলো ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের সংজ্ঞা। টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিআরসির সর্বশেষ কমিশন বৈঠকে এখন থেকে ২০ মেগাবাইট পার সেকেন্ডের বেশি গতিসম্পন্ন ইন্টারনেট সংযোগকে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট হিসাবে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। প্রায় এক যুগ পরে নীতিমালা হালনাগাদ করে প্রণীত হয়েছে জাতীয় ব্রডব্যান্ড নীতিমালা ২০২৩-এর খসড়া নীতিমালা। এখনো চূড়ান্ত না হলেও লাইসেন্স গাইডলাইন অনুযায়ী, ফোর-জি মোবাইল ইন্টারনেটে ন্যূনতম গতি ১৫ এমবিপিএস নির্ধারণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেন, মোবাইলে ইন্টারনেটের গতি নিয়ে এখন পর্যন্ত দেশে কেনো মানদণ্ড বেধে দেওয়া হয়নি। মোবাইলের ক্ষেত্রে ডেটা প্রাইস, স্পিড আমরা কন্ট্রোল করি না। নিঃসন্দেহে এর প্রয়োজন আছে। অবশ্য এটা আপেক্ষিক। আর যেহেতু সামগ্রিক বিষয় পর্যালোচনা করে মূল্যায়ন করতে হবে; তাই ৫জি চালুর পর আমরা মোবাইলেও ইন্টারনেটের সেবার মূল্য ও গতির মানদণ্ড ঠিক করে দিব। ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের গতি দ্বিগুণ করার বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, ইতোমধ্যেই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে। এখন বাস্তবতায় ব্রডব্যান্ডের গতি হবে ২০ এমবিপিএস বা তার চেয়ে বেশি।

ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (আইএসপিএবি) সাধারণ সম্পাদক ইমদাদুল হক নতুন মানদণ্ডকে স্বাগত জানিয়ে বাস্তবায়নে ট্রান্সমিশনের পথে যে বাধাগুলো রয়েছে তা দূর করতে বিটিআরসি প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। নতুন গাইডলাইনে ‘মানদণ্ড উন্নয়ন’ বাস্তবসম্মত উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমাদের কাছে পর্যাপ্ত ব্যান্ডউইথ আছে। মানসম্মত সেবা দেওয়ারও সক্ষমতা আমাদের রয়েছে। তাই এখন ট্রান্সমিশনে সহায়তা পেলে এক বছরের মধ্যে নতুন মানদণ্ড বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। লাইসেন্স গাইডলাইন অনুযায়ী মোবাইল ইন্টারনেটের ন্যূনতম গতি ৭ এমবিপিএস থাকার কথা। আর ফোরজি’র ক্ষেত্রে এ গতি ১৫ এমবিপিএস-এ উন্নীত করতে একটি কমিটি গঠন করেছে বিটিআরসি। ওই প্রতিবেদন হাতে পাওয়ার পরে বিটিআরসি ইন্টারনেটের

গতির নতুন মানদণ্ডের আনুষ্ঠানিক আদেশ দেবে।

উল্লেখ্য, এর আগে ২০১৮ সালে বিটিআরসি ব্রডব্যান্ডের ন্যূনতম গতির মানদণ্ড ৫ এমবিপিএস থেকে বাড়িয়ে ১০ এমবিপিএস করে। আর ২০০৮ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ১০ বছরে ৬ বার ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের গতি পরিবর্তন হয়েছে। ২০০৮ সালে দেশের ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের মানদণ্ড ছিল ১২৮ কেবিপিএস। এরপর ২০১১ সালে ৫১২ কেবিপিএস, ২০১৩ সালে ১ এমবিপিএস, ২০১৫ সালে ২ এমবিপিএস, ২০১৬ সালে ৫ এমবিপিএস এবং ২০১৮ সালে ১০ এমবিপিএস গতি নির্ধারণ করে ব্রডব্যান্ডের সংজ্ঞা ঠিক করা হয়।

স্মার্টফোন বিস্ফোরণের কারণ ও সতর্কতা

বর্তমান সময়ে ওয়ানপ্লাস নর্ড-টুসহ বিস্ফোরণের অন্যান্য ঘটনা ভাবিয়ে তুলছে স্মার্টফোন ব্যবহারকারীদের। গ্রাহকদের মনে নানা প্রশ্ন দানা বাঁধতে শুরু করেছে। কেন একটি স্মার্টফোন বিস্ফোরিত হয়? কী করলে স্মার্টফোনের বিস্ফোরণ এড়ানো সম্ভব? যুগান্তরের আজকের আয়োজনে স্মার্টফোনের বিস্ফোরণ এড়াতে করণীয় নিয়ে বিস্তারিত লিখেছেন- তানভীর তানিম

স্মার্টফোন যতই স্মার্ট হোক না কেন বা সেগুলো যতই প্রিমিয়াম হোক, ইলেকট্রনিক এসব ডিভাইস ব্যাটারি বিস্ফোরণের জন্য সংবেদনশীল। স্যামসাংয়ের গ্যালাক্সি নোট সেভেন ব্যর্থতার কথা আমাদের সবারই কম-বেশি জানা। বিস্ফোরণের ৩৫টিরও বেশি ঘটনা ঘটার পর প্রতিষ্ঠানটি সে সময় তাদের লাখ লাখ ইউনিট বাজার থেকে তুলে নিতে বাধ্য হয়। এমন ঘটনা যে পুনরাবৃত্তি ঘটছে না সেটি কিন্তু একদমই নয়। প্রায়ই ব্যবহারকারী, নির্মাতা নির্বিশেষে সবার কাছ থেকে স্মার্টফোনে আগুন বা বিস্ফোরণের ঘটনা শোনা যায়। এমনকি কিছু ক্ষেত্রে তা মৃত্যুর কারণও হয়ে দাঁড়ায়।

যে কারণে এমন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে

* উৎপাদন ত্রুটি: ফোন বিস্ফোরিত হওয়ার প্রধান কারণ হলো উৎপাদন ত্রুটি। লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি যা হ্যান্ডসেটকে শক্তি জোগায়। তা বাজারজাতকরণের আগে সঠিকভাবে পরীক্ষা করা প্রয়োজন। একটি ভুল উপাদান বা অ্যাসেম্বলি লাইনের ত্রুটির ফলে ব্যাটারি ত্রুটিযুক্ত হতে পারে। ব্যাটারির ভেতরের কোষগুলো এরকম নানা কারণে মাত্রাতিরিক্ত তাপমাত্রায় পৌঁছায় (বাহ্যিক তাপ, অতিরিক্ত চার্জিং বা দুর্বল উৎপাদনের কারণে)। সস্তা ব্যাটারিতে শর্টসার্কিট হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি থাকে।

থার্ড পার্টি চার্জারের ব্যবহার : অধিকাংশ মানুষ যে সাধারণ ভুলটি করে থাকে তা হলো, নিজস্ব চার্জার ছাড়া অন্য ফোনের চার্জার দিয়ে চার্জ করা। দেখতে একই রকম হলেও থার্ড-পার্টি চার্জারে হ্যান্ডসেটের জন্য প্রয়োজনীয় ফিচার থাকে না।

রাত্রিকালীন চার্জিং: ব্যাটারি অতিরিক্ত গরম হওয়ার প্রধান কারণ রাত্রিকালীন চার্জিং। ঘুমাতে যাওয়ার সময় ফোন চার্জিংয়ে রাখার অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে। এটি ব্যাটারির ওপর চাপ সৃষ্টি করে। অতিরিক্ত চার্জ মাত্রাতিরিক্ত গরম, শর্টসার্কিট এবং বিস্ফোরণের কারণ হতে পারে। বর্তমানে অনেক স্মার্টফোনে এমন একটি চিপ থাকে, যা ব্যাটারির স্তর ১০০ শতাংশ হলে বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ করে দেয়। বাজারে এখনো সাশ্রয়ী মূল্যের কিছু হ্যান্ডসেট রয়েছে যাতে এ ফিচারটি নেই।

প্রসেসরের মাত্রাতিরিক্ত তাপমাত্রা: স্বাভাবিকভাবেই প্রসেসর ফোনকে গরম করতে ভূমিকা রাখে। চিপসেট এমনকি সবচেয়ে শক্তিশালী, মাল্টি-টাস্কিং এবং পাবজির মতো ভারি গ্রাফিক্সের অ্যাপ চালানোর তাপজনিত সমস্যা রয়েছে। এটিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ওএম স্মার্টফোনগুলোতে থার্মাল লক বা থার্মাল পেস্ট বৈশিষ্ট্য যুক্ত করে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, থার্মাল লক ফেইল হয় এবং ফোনের বিস্ফোরণ ঘটে।

সরাসরি সূর্যালোকে ফোন রাখা: অতিরিক্ত তাপ ফোনের ব্যাটারি নষ্ট করে দিতে পারে। এতে কোষ কিছুটা এলোমেলো হয়ে যায়, এক্সোথার্মিক ভেঙে যায়, যা অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইডের মতো গ্যাস উৎপন্ন করে। এসব গ্যাসের কারণে ব্যাটারি ফুলে যায়, এর গঠন বিকৃত হয় এবং শেষ পর্যন্ত ফোন বিস্ফোরিত হতে পারে।

স্মার্টফোন বিস্ফোরিত হওয়ার অনেক কারণের মধ্যে এগুলো অন্যতম।

যদিও স্মার্টফোনের বিস্ফোরণে সৃষ্ট আগুন খুব অল্প সময় স্থায়ী হয়। তবুও সতর্ক থাকা উচিত।

ফোনের বিস্ফোরণ এড়াতে করণীয়

স্মার্টফোনের ব্যাটারি ক্ষতিগ্রস্ত এবং এটি বিস্ফোরিত হতে পারে এমনটি বোঝার যেসব সাধারণ সতর্কতামূলক লক্ষণগুলো খেয়াল করুন। ব্যাটারির ফোলাভাব, হিস শব্দ বা পপিং করছে কিনা নজর দিন। এ ছাড়া নিশ্চিত করুন যে আপনি ফোনের নিজস্ব চার্জার ব্যবহার করছেন, অতিরিক্ত চার্জিং করছেন না এবং ফোনকে জল থেকে দূরে রাখছেন (বিশেষ করে যদি এটি জল-প্রতিরোধী না হয়)। প্রচণ্ড গরম হলে ফোন চার্জ করবেন না এবং চার্জ করার সময় বালিশের নিচে বা মাথার কাছে না রেখে অন্য কোথাও রাখুন।

আইফোন হ্যাক করার অভিযোগে ইসরাইলি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা

ইসরাইলের তৈরি কুখ্যাত হ্যাকিং সফটওয়্যার পেগাসাসের বিরুদ্ধে এবার মামলা করেছে মার্কিন বহুজাতিক প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান অ্যাপল।

পেগাসাস হ্যাকিং সফটওয়্যার প্রস্তুতকারী ইসরাইলি প্রতিষ্ঠান এনএসওর বিরুদ্ধে মার্কিন আদালতে শনিবার এ মামলা করা হয়েছে।

মামলার এজাহারে অ্যাপল বলেছে, ইসরাইলের কুখ্যাত এই হ্যাকিং সফটওয়্যার বিভিন্ন দেশের রাজনীতিক, সাংবাদিক, আইনজীবী ও মানবাধিকারকর্মীসহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের স্মার্টফোনে আড়িপাতার ঘটনা ফাঁস হয়েছে।

বর্তমানে ইসরাইলি প্রতিষ্ঠান এনএসওর হ্যাকিং সফটওয়্যার পেগাসাস আইফোনের গ্রাহকদের মোবাইলও হ্যাক করার চেষ্টা করছে। এটি মার্কিন নীতির স্পষ্ট লঙ্ঘন।

এর আগে গত অক্টোবারে হোয়াটসঅ্যাপ এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকও ইসরাইলি প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

এ কারণে গত ৩ অক্টোবর কুখ্যাত ওই ইসরাইলি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

ব্রিটিশ প্রভাবশালী দৈনিক গার্ডিয়ান এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, পেগাসাস ব্যবহার করে বিভিন্ন দেশের কর্তৃত্ববাদী সরকারগুলো ‘টার্গেট’ করে নিজ দেশের বিভিন্ন ব্যক্তির ওপর নজরদারি চালাচ্ছিল যাদের তারা হুমকি বলে মনে করে।

এসব সরকার কোনো না কোনো সময় নাগরিক অথবা বিরোধী রাজনৈতিক নেতা অথবা সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িতদের ওপরে গোপন নজরদারির জন্য অভিযুক্ত হয়েছে।

এই দেশগুলোর মধ্যে বেশ কিছু দেশের সরকার আবার পেগাসাস অ্যাপের নির্মাতা সংস্থা এনএসওর কাছ থেকে মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সির প্রযুক্তি কেনার গ্রাহক।

ইসরাইলি প্রতিষ্ঠান এনএসও গ্রুপ পেগাসাস নামে ওই স্পাইওয়্যারের নির্মাতা সংস্থা এবং এই অ্যাপটিকে মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের লাইসেন্সও দিয়েছে ইসরাইল সরকার। এটি দিয়ে আইফোন কিংবা অ্যান্ড্রয়েড ফোনে ঢুকে ব্যবহারকারীর অজান্তে তার বার্তা, ছবি, ইমেইল পাচার; কল রেকর্ড, মাইক্রোফোন চালু রাখা সক্ষম।

এনএসও গ্রুপ অবশ্য বলছে, অপরাধী ও সন্ত্রাসীদের ওপর নজরদারি চালানো তাদের ওই স্পাইওয়্যার তৈরির লক্ষ্য। কিন্তু গোপনে ব্যবহার করতে বিভিন্ন দেশের সরকার এনএসওর গ্রাহক হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।